দৈনিক ইনকিলাব

APR. 13 2002

উপবৃত্তি প্রদান বনাম বেকার ভাতা

সরকার প্রাথমিক স্তরে শতকরা ১০০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে সরকারী অর্থের সিংহভাগ অর্থ এ খাতে ব্যয় হবে। এটা দরিদ্র দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে মরার উপর খাড়ার ঘা'র মত অবস্থার সৃষ্টি হবে। সরকার প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস ও শিক্ষার গুণগতমান কোনটাই বৃদ্ধি করতে পারেনি; বরং এ প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের ১০০ ভাগ মানুষ গরীব নয় যে, তাদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করে বিদ্যালয়মুখী করতে হবে। স্বচ্ছল বরিবারের ছেলে-মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের আদৌ কোন যুক্তি আছে কি? এছাড়া সরকার ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিকসহ উপবৃত্তি প্রদান করছেন। এ কার্যক্রমকে অনেকেই সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করলে এবং সেটা শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্তটি বাতিল করলে দেশের একটা বিরাট অংকের অর্থের সাশ্রয় হতো। দেশ বাঁচত, জাতি বাঁচত। সরকারের এই সমস্ত রিলিফ প্রকল্প দেখে মনে হচ্ছে সরকারের অর্থের কোন অভাব নেই এবং অর্থ খরচের জায়গা না থাকায় তারা এই দান কার্যক্রম চালু রেখেছে। অথচ আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার রয়েছে। কর্মসংস্থানের অভাবে এই সমস্ত শিক্ষিত বেকাররা নানারূপ অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত রয়েছে। এদের জন্য বেকার ভাতার প্রচলন করা এখন সময়ের দাবী। তাই আমি সরকারের কাছে বেকার শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের জন্য বেকার ভাতা প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছি।

–মিজানুর রহমান,
সহকারী প্রধান শিক্ষক,
নগরকয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ডাকঘর-পান্টী, কুষ্টিয়া।